সৈয়দ আহমেদ খান

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশরা যখন ভারতের শাসক হয়েছিল, মুসলমানরা টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশায় মুসলমানরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের ঘটনা ছিল একটি বিদ্রোহ, যুদ্ধ নয়। ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে এবং তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নীতি গ্রহণ করে। তারা মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। মুসলমানরা ব্রিটিশ এবং হিন্দুদের দ্বারা শোষিত হয়েছিল। সেদিন ছিল মুসলমানদের জন্য অন্ধকার দিন।

স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ভূমিকা :-

স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলমানদের জাগ্রত করেছিলেন। মুসলমানদের অজ্ঞতার গভীর নিদ্রা থেকে তিনি জাগরিত করেন। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি প্রথম জীবনে তাঁর পিতামহ খাজা ফরিদ উদ্দিনের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পবিত্র কোরান, আরবি ও ফারসি সাহিত্যে শিক্ষিত ছিলেন। ১৮৩৩ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে সরকারী চাকরিতে যোগদান করতে হয়। ১৮৫৭ পর্যন্ত তিনি বিচার কার্যে প্রায় কুড়ি বছর অতিবাহিত করেন।

ব্রিটিশদের গৃহীত নীতির ফলে মুসলমানরা প্রচণ্ড শোষণের মুখে পড়ে যায়। তারা জাতি হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারায়।

তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সরকারি চাকরি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। মুসলমানদের উপর চাপ আরো বাড়াবার জন্য ব্রিটিশরা ফার্সির পরিবর্তে ইংরাজীকে official ও সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করে। মুসলমানরা মনে করত ইংরাজী ভাষা ধর্মের বিরুদ্ধ তাই তারা ইংরাজী ভাষা শেখেনি। কিন্তু হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা শিখে অনেক আগে থেকেই নিজেদের উন্নত করেছিল ফলে সরকারী চাকরির সুবিধা হিন্দুরাই লাভ করে।

স্যার সৈয়দ আহমেদ ~~সর্ব~~ ~~মুসলমান~~ সর্বদা মুসলমানদের ~~সু~~ জাতি ~~[illegible]~~ সম্মানজনক স্থানে দেখতে চেয়েছিলেন। তাদের অতীতের গৌরবময় অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য সম্প্রদায়কে তাদের নেতৃত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলমানরা সর্বদা ব্রিটিশদের তাদের শত্রু হিসাবে দেখেছিল। তারা সর্বদা ব্রিটিশদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে চলেছিল। ফলে ব্রিটিশদের মধ্যে মুসলমানদের সম্বন্ধে একটি বিরাট বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। স্যার সৈয়দ অনুভব করেন মুসলমানরা তাদের আচরণ পরিবর্তন না করলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানরা ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং দেশের শাসকদের প্রতি আনুগত্য দেখাবে। ব্রিটিশদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণার নীতি কেবল হিন্দুদের পক্ষে উপকারী ছিল কারণ তারা ব্রিটিশদের নির্ভরশীল ছিল। তিনি ব্রিটিশ বিদ্বেষী নীতি পরিবর্তন করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দেন। ইংরাজী ও আধুনিক জ্ঞানের প্রতি

Prof. Baisali Guha, Assistant Professor, Dept. of History, Narajole Raj College

মতের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও মুসলমানরা শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল। স্যার সৈয়দ আহমেদ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝিকে মিটিয়ে দিতে তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

আলিগড় আন্দোলন দুটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি হল আধুনিক শিক্ষা এবং অপরটি হল ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা। মুসলমানদের সাথে ব্রিটিশের সুসম্পর্ক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এই দুটি বিষয় নিয়েই গোঁড়া মুসলিমরা সৈয়দ আহমেদের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন সমাজে সঠিক স্থান অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করতে হবে। তাঁর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সৈয়দ আহমেদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুরাদাবাদে তিনি ১৮৫৯ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে ফারসী এবং ইংরাজী পড়ানো হত। এরপর গাজীপুরে তিনি আবার একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুটি স্কুলের সাফল্য দেখে তিনি "Scientific Society" চালু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজী বই গুলিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদ সারা দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

~~[illegible]~~ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা

তৈরী করে। সৈয়দ আহমেদ যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতে তিনি ১৮৭৭ সালে গড়ে তুললেন মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ। এটি ছিল তার সবচেয়ে বড় কীর্তি। সৈয়দ আহমেদ ইংল্যান্ডে অবস্থানকালীন অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং ভারতে একটি আধুনিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করা। তিনি যে কয়টি কমিটি তৈরী করেন সেগুলি MAO কলেজের জন্য অর্থবল সংগ্রহ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার স্যার সৈয়দ আহমেদের অনুরোধে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করে। এই কলেজে তিনি এমনভাবে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন যাতে মুসলমানরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। তবে এই কলেজে প্রথম দিকে হিন্দুদেরও শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। এই কলেজ ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের পরামর্শ দিয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করতে। তিনি মুসলমানদের বোঝেন

Prof. Baisali Guha, Assistant Professor, Dept. of History, Narajole Raj College

কেন যে শুধুমাত্র শিক্ষার জন্যই হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তাই সৈয়দ আহমেদ চেয়েছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মুসলমানদের প্রথমে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যাতে মুসলমানরা তাদের প্রাপ্য অধিকার দাবি করতে পারে। এইভাবেই আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছিল।

সর্বভারতীয় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যাতে ভারত উপমহাদেশের মানুষ সরকারের কাছে তাদের প্রতিনিধি বা তাদের দাবীগুলো জানাতে পারে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে এটি ভারতের সকল মানুষের কথা সরকারকে জানাতে পারে অথবা সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করতে পারে। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমেদ মনে করতেন যে এটি শুধুমাত্র হিন্দুদের দল। এটি মুসলমানদের নয় শুধুমাত্র হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য স্যার সৈয়দ মনে করেছিলেন যে মুসলমানদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করা উচিত। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাদের মনোযোগ আধুনিক শিক্ষা থেকে সরিয়ে

Prof. Baisali Guha, Assistant Professor, Dept. of History, Narajole Raj College

দিতে পারে। স্যর সৈয়দ আহমেদ চেয়েছিলেন আলীগড় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মুসলমানরা শিক্ষার দিক থেকে আধুনিক হয়ে তাদের পশ্চাদপদতা থেকে মুক্ত হোক এবং যেহেতু এই লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য এবং সহায়তা প্রয়োজন তাই মুসলমানরা ব্রিটিশ বিরোধিতা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখবে এবং শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে নিজেদের অগ্রসর করবে। এই অগ্রসরের পথ প্রদর্শক হবেন আলিগড় আন্দোলনের নেতা স্যর সৈয়দ আহমেদ খাঁ॥

প্রশ্ন:-

1. আলিগড় আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে কিভাবে সাহায্য করেছিল?
2. সৈয়দ আহমেদ কেন মুসলমানদের ~~[illegible]~~ পশ্চাদপদ বলে মনে করেছিলেন?
3. সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের আধুনিক করার জন্য কি করতে চেয়েছিলেন?